BNGA (SEM – IV)

SEC B1 (MODULE 3)

গবেষণা

ইন্দ্রাণী রুজ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ

গবেষণা কাকে বলে?

কোনও বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুসম্বন্ধ অনুশীলন ও অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে বিশেষ সত্য কিংবা তত্ত্বে উপনীত হওয়ার নামই গবেষণা। 'গবেষণা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'research' অর্থাৎ পুনরায় অনুসন্ধান করা। জ্ঞানের বিপুল পরিধির মধ্যে পুনঃপুন অনুসন্ধান করে মৌলিক কোনও পরিপ্রশ্ন উপস্থাপন করা এবং তার সমাধানের দ্বারা সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনার বহিঃপ্রকাশই হল গবেষণা।

গবেষণার সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১. গবেষণাকে অবশ্যই একটি মৌলিক কাজ হতে হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন থাকবে গবেষণার মধ্যে।

২. সাধারণত নির্দিষ্ট একটি বিষয়কে অবলম্বন করে গবেষণা কর্ম অগ্রসর হয়। একটি পরিপ্রশ্নকে সামনে রেখে গবেষণা এগিয়ে চলে।

৩. গবেষণার কার্যে গবেষককে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কোনও ধর্মীয়, রাজনৈতিক আবেগ কিংবা মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে কেবল তথ্য এবং সেই তথ্যজাত বিষয়কেই প্রাধান্য দেয় গবেষণা।

৪. গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের পূর্বসূরিদের কাজকর্মগুলি অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে সেই কাজের সমালোচনা কিংবা স্বীকৃতি থাকবে পরবর্তী গবেষণা কাজের মধ্যে।

৫. বিদ্যায়তনিক গবেষণা নিয়মনিষ্ঠ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসারী।

৬. গবেষণা যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেক্ষেত্রে কার্য-কারণসূত্র মেনে তা অগ্রসর হয়। সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও সাধারণ নিয়মে সীমাবদ্ধ করা দুষ্কর। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে গবেষককে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা কাজের পদ্ধতি অথবা কোনও নির্দিষ্ট ঘরানাকে অনুসরণ করে কাজ করে থাকলে তার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

গবেষণার রীতি এবং নির্মাণ পদ্ধতি :

গবেষণার রীতি ও তার নির্মাণ পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন — বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক বিজ্ঞান, ইত্যাদি। তবে, বিষয়ভেদে তার তারতম্য হতে পারে। সাধারণত গবেষণা এবং নির্মাণের পদ্ধতিতে কিছু মৌলিক স্তর রয়েছে যেগুলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক :

১. বিষয় নির্বাচন ও পরিকল্পনা : গবেষণার প্রথম ধাপ হলো বিষয় নির্বাচন এবং পরিকল্পনা করা। এটি নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিত্তি তৈরি করে এবং গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়।

২. সমস্যাটিকে বক্তব্যের আকারে উপস্থাপন করা হয়।

৩. তথ্য সংগ্রহ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার : গবেষণার পরিকল্পনা অনুসারে, গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এটি পরীক্ষামূলক পর্যালোচনা, পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, সামগ্রিক অনুমান, ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত হতে পারে।

৪. ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ : গবেষণা তথ্য সংগ্রহের পরে, এটি বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা উপর নির্ভরশীল হয়। এটি পরীক্ষামূলক তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিস্থাপনের পরীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ, ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে।

৫. নতুন ধারণা নির্মাণ এবং সৃজনশীলতা : গবেষণা এবং নির্মাণ পদ্ধতি একটি নতুন ধারণা বা নতুন পদ্ধতি প্রকাশ করতে পারে এবং নতুন ধারণার উপর নির্ভর করে নতুন পদ্ধতি বা পণ্য তৈরি করতে পারে।

৬. পর্যবেক্ষণ এবং মৌলিক পরিবর্তন : গবেষণা এবং নির্মাণ পদ্ধতি দ্বারা তৈরি তথ্য এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং এটি প্রয়োজন মৌলিক পরিবর্তন করার মাধ্যমে উন্নত করা হয়।

৭. সার্বজনীনতা এবং প্রয়োগ : গবেষণা-লব্ধ ফলাফল অন্যান্য বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, নীতিবিদ, ব্যবস্থাপকগণ, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই দেশ-কাল নিরপেক্ষ ধারণা সংগঠনে সহায়তা করবে।